18

তারিখ 14 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

নিরক্ষরতা দূরীকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ আলোকিত চুয়াডাঙ্গা

নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে একাধিক প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও বাংলাদেশের উন্নয়ন-সংগ্রামকে প্রভাবিত করার জন্য অর্জিত সাফল্য নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে নিরক্ষরতা অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে সবচে বড় ব্যর্থতা হলো সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে না পারা। সমাজের নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল পেশার ও স্তরের মানুষদের সম্পৃক্ত করে এ বিশাল কর্মকাণ্ড সফল করা যে একেবারেই সহজ, তা আরেকবার প্রমাণ করেছেন 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা'র কিছু সংখ্যক উদ্যোগী ও সাহসী সংগঠক। চুয়াডাঙ্গা বাংলাদেশের একটি অনগ্রসর জেলা। ৪টি থানা আর ২টি পৌরসভা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৮ লাখেরও বেশি

রফিকুল ইসলাম

মানুষের বসবাস। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত এলাকার অধিকাংশ মানুষ। শিক্ষার হার মাত্র ২৫.৫% ভাগ, অর্থাৎ এখনও মোট জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশ বঞ্চিত শিক্ষার আলো থেকে, এমনকি অক্ষরজ্ঞান থেকে। বাংলাদেশের আর সব এলাকার মতো এখানেও উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও তার আলোকচ্ছটা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাপক গ্রামীণ গরিবের কুঁড়েঘরে। এসব নিরক্ষর, হতদরিদ্র মানুষকে উন্নয়ন সংগ্রামে অংশীদার করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ৯ জুলাই তারিখে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসন সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করেছিলেন এবং চিহ্নিত করেছেন অনেক সমস্যা। এ সভাতেই গঠন করা হয় 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' চিহ্নিত সমস্যাগুলো মোকাবিলা বিশেষ করে নিরক্ষরতা নির্মূলের জন্য। সবচে গোড়ায় সবার আগে নেয়া হয় ১১-৪৫ বছর বয়সী সকল নরনারীকে ১ বছরের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার বিশাল কর্মসূচী।

'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা'র নিরক্ষরতা নির্মূল কার্যক্রমের সাথে রয়েছে সার্বিক উন্নয়ন তথা পরিবার পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিমান সম্পর্কিত জ্ঞান, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রায়োগিক শিক্ষাদানের কর্মসূচী।

এ কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ ১। প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করা; ২। স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ৩। কোন ধরনের সরকারী সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা'র প্রাথমিক জরিপে জানা গেছে জেলায় ১১-৪৫ বছর বয়সী মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার ৬শ' ২৮ জন। এদের এক বিরাট অংশ হলো মহিলা। এ বিপুল সংখ্যক মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার জন্য কর্মসূচীকে দু'পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩১ অক্টোবর (৯৫) থেকে মোট ৫১ হাজার ৫ শ' ৭০ জনকে নিয়ে শিক্ষাদান কর্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা শেষ হবে আগামী ৩০ শে এপ্রিল।

এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মোট ১৭ শ' ১৯টি শিক্ষাকেন্দ্র। অংশগ্রহণকারীদের ঘরের বারান্দা বা উঠান বা কাছারি বাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে কেন্দ্র হিসাবে এবং সবাই নিয়ে আসে বইখাতার সাথে তাদের আসন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি ১ লাখ ৬৯ হাজার ৫৮ জনকে এ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করার প্রাথমিক ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি পরিবারে দৈনন্দিন হিসাব সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশসম্মত আবাস সংরক্ষণ, পুষ্টিমান রক্ষায় উদ্যোগী হতে, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আয় ও সঞ্চয় বাড়ানোতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। আর এভাবেই এগিয়ে যেতে পারে চুয়াডাঙ্গাবাসীর মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন। এ বিশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারী সকল বিভাগই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছে। জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম এর সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর সাথে একজোট হয়েছেন সমগ্র চুয়াডাঙ্গাবাসী নিরক্ষরতা নির্মূল অভিযানে।

এ কর্মসূচীটি ইতোমধ্যে এলাকাবাসীর মধ্যে এরূপ সাড়া জাগিয়েছে যে, তাঁরা নিজ উদ্যোগে রাস্তায় রিক্সা থামিয়ে, মাইকিং করে, ক্ষেত-খামারে কাজের ফাঁকে দিনে অন্তত; দু'ঘণ্টার জন্য কেন্দ্রে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রায়শ এ চিত্র দেখা যায় যে, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বয়স ও সম্পর্কের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে কেন্দ্রে যাচ্ছে এবং শিক্ষা নিচ্ছে।